83 সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত সমবায় সমিতি পর্যালোচনা - চারটি কেস স্টাডি

(প্রকাশকালঃ মে, ১৯৯৪)

ক) গবেষকদের পরিচিতি

১) এটিএম আলতাফ হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক
এম.এ (অর্থনীতি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিপ্লোমা (জার্মান ভাষা), কার্ল মার্কস বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানী;
এম.এ (উন্নয়ন স্টাডিস), আইএসএস, দি হাগহ্, হল্যান্ড।

২) মোঃ হাবিবুর রহমান, উপ-পরিচালক
এম.এ (ভূগোল), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

খ) মুখবন্ধ

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কমূসূচী গ্রামের সকল জনগোষ্ঠীর সামগ্রিম উন্নয়নের লক্ষ্যে চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী'র (আরডিএ অংশ) মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয় মূলতঃ ১৯৯২ সালের অক্টোবর মাসে। প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রাথমিক অবস্থায় বেশ প্রতিকূলতার যেমন- সমবায় বা সংগঠনের প্রতি মানুষের আস্থার অভাব, এনজিও তৎপরতা প্রভৃতি সম্মুখীন হতে হয়। এতদসত্ত্বেও খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী ৪০টি গ্রাম নির্বাচন ও ৪০টি সমবায় সমিতি গঠন করা সম্ভব হয়। সমিতিগুলো যথাসময়ে নিবন্ধিত হয় এবং জরীপ কাজও সম্পন্ন করা হয়। উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

ইতোমধ্যে সমবায় সমিতিগুলো মৎস্য চাষ, মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, শাক-সব্জী উৎপাদন, মজুদ ব্যবসা, ভ্যান ক্রয় প্রভৃতি আয়বর্দ্ধনমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক যথা-পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী, শিক্ষা কর্মসূচী, ইপিআই ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এসব কর্মকান্ড সুষ্ঠু ও দভাবে বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য একাডেমীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহে সমিতির মনোনিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেখা যায় যে, তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে সমস্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে। বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ড সমিতির সদস্য ও গ্রামবাসীদের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলেছে তা পরিমাপের জন্য চারটি থানার সহকারী প্রকল্প পরিচালকদের পরামর্শ দেয়া হয়। অতঃপর তাঁরা সমবায় সমিতিসমূহের উন্নয়ন তৎপরতা পরিমাপের জন্য দ্বৈচয়নের মাধ্যমে চারটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি নির্বাচন করে এবং সেগুলোর উপর কেস স্টাডি পরিচালনা করেন। কেস স্টাডিগুলোতে তাঁরা চারটি সমিতির সংগঠনিক কর্মকান্ড, পুঁজি গঠন, নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সদস্যদের অংশগ্রহণ, সমিতি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক ও সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডের (ডিসেম্বর'৯৩ অনুযায়ী) উপর একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রতিবেদনটি চারটি কেস স্টাডির সমন্বিত ফল।

কেস স্টাডিগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে স্বল্প সময়ে হলেও সমিতিগুলো সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা এবং আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কর্মকান্ডের সুফল কিঞ্চিৎ পরিমানে হলেও সদস্যরা তথা গ্রামবাসীরা ভোগ করছে। ফলে সমিতির কার্যক্রমে সদস্য ও গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ) পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য

মাত্র ১ বৎসর হলো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালিত ধনকুন্ডি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। ইতোমধ্যে সদস্যদের মাঝে কিছুটা গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে সিডো (আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা) নামক একটি বেসরকারী সংস্থা দ্বারা গ্রামের জনগণ প্রভাবিত হওয়ার পর সমবায় সমিতির নাম শুনলেই তাদের মধ্যে ভয়ভীতি কাজ করত। তাছাড়া পূর্বে বিআরডিবি'র একটি সমবায় সমিতি অব্যবস্থার কারণে ভেংগে যায়। এসব কারণে সমিতির প্রতি গ্রামবাসীর অনীহা ছিল। কিন্তু সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন এবং একাডেমী থেকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উপর প্রশিক্ষণ, একাডেমীর কর্মকর্তাদের বিভিন্ন কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সহযোগিতা, গ্রামের লোকজনের সংগে নিবিড় যোগাযোগ ও সম্পর্কের ফলে জনগণের মধ্যে আবার সমবায় সমিতিতে আস্থা ফিরে আসছে। সদস্যদের মন মানসিকতার উন্নতি হচ্ছে। একাডেমী থেকে আর্থিক কোন সহযোগিতা তাদের দেয়া হয়নি, শুধু পরামর্শ ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে পূর্বাপেক্ষা আস্থা ফিরে এসেছে। তারা এখন পিছনের দিকে না তাকিয়ে সামনে তাকানোর নির্দেশনা খুঁজে পেয়েছে।

আশে পাশের গ্রামের লোকজনের নিকট ধনকুন্ডি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে রূপলাভ করেছে। সদস্যদের বিভিন্ন কার্যাবলী জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাধারণতঃ এনজিও দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতির কার্যাবলীর উপর প্রাথমিকভাবে গ্রামে মুরুব্বী পর্যায়ের লোকদের একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় কিন্তু সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে সেরকম প্রতিক্রিয়া নেই বরং অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের লোকজনদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।